Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 26-06-2026 18:57 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১১ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ২৬ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৮৩ সংখ্যা ।। ২পাতা

এবার ভূমিকম্প ফিলিপিন্সে! বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় 'অপারেশন আমিস্তাদ' শুরু ভারতের

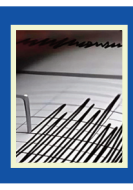

ধর্ম বদলে মুসলিম হলেই মিলবে না ওবিসি সংরক্ষণ! সাফ জানাল আদালত

হরমুজে পণ্যবাহী জাহাজে বড়সড় হামলা! শান্তি আলোচনার মাঝেই সিঙ্গাপুরের নৌযান ধ্বংস ইরানের

তারাতলা বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫,

ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও আটকে অনেকে

নয়া জামানা ঃ তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম ধসের ঘটনায় মৃত্যুমিছিল আরও দীর্ঘ হল। শুক্রবার ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে আরও দু'জনকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের 'ব্রট ডেড' বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫। তবে এই দু'জনের পরিচয় এখনও জানতে পারেনি পুলিশ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মোট ৩৩ জনকে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।বুধবার দুপুরে তারাতলার একটি নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ আচমকাই ধসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে কংক্রিটের বিশাল অংশ, লোহার বিম এবং নির্মাণসামগ্রীর নীচে চাপা পড়েন বহু শ্রমিক ও কর্মী। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কলকাতা পুলিশ, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও এনডিআরএফ। পরবর্তীতে মোতায়েন করা হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীও। রাতভর চলে উদ্ধার অভিযান। অত্যাধুনিক যন্ত্র, স্নিফার ডগ, ক্রেন এবং কাটার ব্যবহার করে সরানো হচ্ছে ধ্বংসস্তূপ। উদ্ধার হওয়া আহতদের ঘটনাস্থলে তৈরি অস্থায়ী চিকিৎসা শিবিরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর এসএসকেএম-সহ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল আহতদের চিকিৎসায় নিয়োজিত রয়েছে। তবে বেশ কয়েক জন আহতের শারীরিক অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এখনও কেউ আটকে আছে কি না, এখনই বলা সম্ভব নয়। এনডিআরএফ ও সেনা চূড়ান্ত জানালে, আমি কলকাতা পুলিশকে জানাব।ক্ষুব্ধ উদ্ধারকারীরাও আশঙ্কা করছেন, ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও বেশ কয়েক জন আটকে থাকতে পারেন।এই ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে রাজ্য প্রশাসন। তদন্তভার দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে এবং গঠন করা হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। ইতিমধ্যেই গুদাম নির্মাণ ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, ধৃতদের মধ্যে দু'জনের বিরুদ্ধে অতীতেও ফৌজদারি মামলা ছিল। নির্মাণে গাফিলতি, নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন এবং দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশ নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্ত নথি, অনুমোদনপত্র এবং প্রযুক্তিগত দিকও পরীক্ষা করছে।বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মাঝেমধ্যে উদ্ধারকাজে বিঘ্ন ঘটলেও অভিযান থামানো হয়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধ্বংসস্তূপ পুরোপুরি সরিয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান বন্ধ করা হবে না।

একই সঙ্গে এই বিপর্যয়ের জন্য কারও গাফিলতি বা আইনভঙ্গ প্রমাণিত হলে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন।

ছুটির দিনেও অফিস! রাজ্য

সরকারি কর্মীদের হাজিরার নির্দেশ

নয়া জামানা ঃ এবার শনি, রবিবার বা সরকারি ছুটির দিনেও অফিসে আসতে হবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের।

রাজ্যের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের তরফে সম্প্রতি এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দপ্তরের বিভিন্ন সেলের কর্মীদের পালা করে ছুটির দিনেও কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে হবে।নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা শনিবার, রবিবার ও সরকারি ছুটির দিনেও নিয়মিত কাজ করেন। সেই কারণে অন্যান্য শাখার কর্মীদেরও তাঁদের প্রয়োজনে সহায়তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সরকারি কাজ নির্বিঘ্নে পরিচালনার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন জেলাশাসক, মহকুমাশাসক ও বিডিও দপ্তর রয়েছে। ফলে পরবর্তী স্তরের কর্মীদের জন্যও শীঘ্রই একই ধরনের নির্দেশিকা জারি হতে পারে। দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের অনুমোদনের ভিত্তিতে বিশেষ সচিব এই নির্দেশিকা জারি করেছেন।

অন্যদিকে, গত ২৩ জুন অর্থ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১ জুলাই বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে অর্ধদিবস ছুটি এবং ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মদিন উপলক্ষে পূর্ণ দিবস ছুটি থাকবে।

বন্ধ ফার্টিলাইজার কারখানার ৭৮৫

একর, শিল্পায়নের নতুন আশা দুর্গাপুরে

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ একসময় পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইউরিয়া উৎপাদনকারী কেন্দ্র ছিল দুর্গাপুরের হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচএফসিএল)। ১৯৭৪ সালে উৎপাদন শুরু হওয়া এই রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা ১৯৯৭ সালে উৎপাদন বন্ধ করে দেয় এবং ২০০২ সালে কেন্দ্র সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থাটি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়।সরকারি তথ্য অনুযায়ী, কারখানার জন্য প্রথমে প্রায় ১,০০০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল।

ত্রুটিপূর্ণ বিল্ডিং প্ল্যান বাতিলের

হুঁশিয়ারি, ১মাস বন্ধ জি+৫ প্রকল্প

নয়া জামানাঃ গার্ডেনরিচ ও তারাতলার মতো একের পর এক নির্মাণ বিপর্যয়ের পর এবার কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। কলকাতা-সহ সংলগ্ন একাধিক পুরসভা এলাকায় নির্মীয়মাণ বেসরকারি বাণিজ্যিক বহুতলের স্বাস্থ্যপরীক্ষার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই পরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আপাতত এক মাসের জন্য বন্ধ থাকবে জি৫ শ্রেণির বেসরকারি বাণিজ্যিক নির্মাণকাজ।শুক্রবার পিডব্লুডি টেন্টে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতা পুর এলাকা, বিধাননগর, রাজারহাট, নিউটাউন, পূজালি, বারুইপুর, মহেশতলা, রাজপুর-সোনারপুর, দক্ষিণ দমদম, কামারহাটি, বরানগর এবং বালি ; এই সমস্ত এলাকায় এক মাসের জন্য বেসরকারি বাণিজ্যিক নির্মাণ বন্ধ রাখা হবে।এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে ১১

সদস্যের একটি অডিট কমিটি। ওই কমিটি জি৫ বহুতলগুলির নকশা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখবে। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট আগামী ৭ দিনের মধ্যে সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। এবং আগামী ৯০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে হবে কমিটিকে।মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, নকশায় বড়সড় ত্রুটি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট বহুতলের অনুমোদন সম্পূর্ণ বাতিল করা হবে। তবে সামান্য ত্রুটির ক্ষেত্রে নির্মাণ সংস্থাকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে। অডিট কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আগামী ১ আগস্ট থেকে ফের নির্মাণকাজ শুরু করা যাবে।তিনি আরও জানান, এই নির্দেশ কেবলমাত্র বেসরকারি বাণিজ্যিক নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ বসতবাড়ির সংস্কার বা নির্মাণ এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, নগরায়ণ আটকানো সরকারের উদ্দেশ্য নয়। তবে জীবনের দাম অনেক বেশি। তাই নির্মাণ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 26-06-2026 18:57 Page 2

ভোট-পরবর্তী হিংসায় বারাবনিতে গ্রেপ্তার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি-সহ ৩

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , বারাবনি ঃ ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় বড়সড় পদক্ষেপ নিল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বারাবনি থানার পুলিশ। এই মামলায় বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অসিত সিং, তার ভাই পানুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান বিশ্বজিৎ সিং এবং প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা আকবর আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কুলটি থানার ডুবুরডিহি চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকা থেকে অসিত সিং ও বিশ্বজিৎ সিংকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে, আকবর আলমকে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে আটক করে, পরে গ্রেফতার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছিল।পুলিশ সূত্রে দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর থেকেই অভিযুক্তরা আত্মগোপনে চলে যান। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের গ্রেফতারের দাবিতে বিভিন্ন মহল থেকে চাপ বাড়ছিল। শেষ পর্যন্ত তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হওয়ায় তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তারা বলেন , ভোট-পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত মামলাতেই এই গ্রেফতারি হয়েছে। তবে অসিত সিংদের বারাবনি থানায় রাখা হয়নি। অশান্তি এড়াতে তাদেরকে হিরাপুর থানায় রাখা হয়। শুক্রবার সকালে ধৃতদের আসানসোল আদালতে নিয়ে যাওয়া। পুলিশের গাড়িতে উঠার সময় অসিত সিং সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তেমন কিছু বলেন নি। হাসিমুখে বলেন, কি আর বলবো। সবাই সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার জন্য পুলিশের তরফে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।এদিকে, একই মামলার আরও কয়েকজন অভিযুক্ত এখনও পলাতক। তাঁদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।অন্যদিকে, অসিত সিংদের গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বারাবনি ও সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। বিভিন্ন এলাকায় তাদেরকে বাজি ফাটিয়ে আনন্দ করতে দেখা যায়।ছিলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়। তিনি বলেন , ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। পুলিশের এই পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, এই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা গত ৫ বছরে এলাকায় কি করেছেন, তা সবাই জানেন। তবে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে তাঁদের বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সরকারি জমি দখল করে অট্টালিকা, তৃণমূল নেতাকে উচ্ছেদের নোটিশ

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ সরকারি জমি দখল করে বহুতল অট্টালিকা নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে রানিবাঁধের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা গৌরচন্দ্র টুডুর বিরুদ্ধে। অভিযোগ সামনে আসতেই তাঁকে সাত দিনের মধ্যে বাড়ি খালি করার নোটিস দিয়েছে রানিবাঁধ ব্লক প্রশাসন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ মানা না হলে বাড়ি ভেঙে দেওয়া-সহ কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গৌরচন্দ্র টুডু দীর্ঘদিন ধরে রানিবাঁধ এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিত। তাঁর স্ত্রী একসময় জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতির দায়িত্বে ছিলেন। অভিযোগ, সেই রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে প্রায় ১২-১৩ বছর আগে রানিবাঁধ বাজার এলাকার ৭৫ নম্বর জে.এল.-এর অন্তর্গত রানিবাঁধ মৌজার ১০১৪ নম্বর দাগে প্রায় ১২ শতক সরকারি জমি দখল করে সেখানে একটি বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেন।অভিযোগ আরও, ওই সরকারি জমিতে আগে একটি ফরেস্ট বাংলো ছিল। সেটি রাতের অন্ধকারে ভেঙে ফেলা হয় এবং পরে সেখানে বাড়ি নির্মাণ করা হয়। বাড়ির সামনে থাকা কয়েকজন দোকানদারকেও উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ, যাতে ওই নেতার চারচাকা গাড়ি সহজে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।রানিবাঁধ ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, সরকারি জমি দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বিষয়টি খতিয়ে দেখে গৌরচন্দ্র টুডুকে সাত দিনের সময় দিয়ে নোটিস পাঠানো হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি সহযোগিতা না করলে প্রশাসন আইন অনুযায়ী বাড়ি ভেঙে সরকারি জমি দখলমুক্ত করবে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করবে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। সিপিএমের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য মধুসূদন মাহাতো বলেন, সরকারি জমি দখলের বিরুদ্ধে তাঁদের দল বহুবার আন্দোলন করলেও তৎকালীন প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বর্তমান প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন।অন্যদিকে বিজেপি নেতা কৌশিক মুদি দাবি করেন, তৃণমূল সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সরকারি জমি দখল করা হয়েছিল। বহুবার আন্দোলনের পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রশাসন এখন জমি দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়ায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তাঁরাও সন্তুষ্ট।যদিও এই বিষয়ে গৌরচন্দ্র টুডুর প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজ পাঠানো হলেও কোনও উত্তর মেলেনি।

দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল সদস্যার বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ, তল্লাশিতে পুলিশ

বাবলু রহমান ,নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ কোচবিহারের ঘটনার পর এবার একই ছবি দেখা গেল জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে। তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁর বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভে সামিল হলেন শতাধিক গ্রামবাসী, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ, স্লোগান এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে পুলিশের উপস্থিতিতেই বাড়ির তালা ভেঙে চালানো হয় চিরুনি তল্লাশি। যদিও অভিযুক্তের কোনও খোঁজ মেলেনি। ঘটনাটি ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত সাঁকোয়াঝরা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। অভিযোগের মুখে থাকা পঞ্চায়েত সদস্যা মানজিনা খাতুনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ জমে ছিল এলাকাবাসীর। গ্রামবাসীদের দাবি, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত করে অন্যদের নাম তালিকায় তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি জব কার্ড তৈরিতে দুর্নীতি, সরকারি প্রকল্পে স্বজনপোষণ এবং ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগও তোলেন বিক্ষোভকারীরা। শুক্রবার সকাল থেকেই মানজিনা খাতুনের বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শতাধিক মহিলা বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের একটাই দাবি অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। বাড়ির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে স্লোগান, বিক্ষোভ এবং উত্তেজনা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ প্রথমে বাড়ির দরজায় ডাকাডাকি করলেও ভেতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। এরপর স্থানীয়দের উপস্থিতিতে এবং আইন মেনেই বাড়ির তালা খুলে তল্লাশি শুরু করা হয়। ঘরের প্রতিটি কোণা, আলমারি, খাটের নিচে সহ সব জায়গায় খোঁজ চালানো হয়। এমনকি পাশের দুই-তিনটি বাড়িতেও খোঁজ নেওয়া হয়, যদি অভিযুক্ত সেখানে লুকিয়ে থাকেন। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত বাড়িতে না থাকায় তল্লাশি শেষ করে ফের বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরে সেই তালার চাবি গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে স্থানীয়দের দাবি।

চাকরির নামে কোটি টাকার প্রতারণা ! গ্রেপ্তার এক

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে তদন্তে আরও বড় পদক্ষেপ নিল পুলিশ। এই মামলায় অভিযুক্ত আশিক কাজী ইমামকে হাওড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, একই মামলার আর এক অভিযুক্ত মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সুজয় হাজরা ইতিমধ্যেই জমি দুর্নীতি ও বেসরকারি হাসপাতালের আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত পৃথক মামলায় জেল হেফাজতে রয়েছেন।পুলিশ সূত্রে খবর, চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে জেলে গিয়েই সুজয় হাজরা-সহ অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন বিচারক। ডেবরার ত্রিলোচনপুরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ রায় গত ১০ জুন ডেবরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, ১২ জনকে স্থায়ী চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথম দফায় ১২ লক্ষ টাকা নেন সুজয় হাজরা ও আশিক কাজী ইমাম। পরে প্রত্যেকের কাছ থেকে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা করে দাবি করা হয়।অভিযোগ অনুযায়ী, প্রথম কিস্তির টাকা নেওয়ার পর আশিক চাকরিপ্রার্থীদের কলকাতায় নিয়ে গিয়ে খাদ্যভবন ও বিকাশ ভবন ঘুরিয়ে তথাকথিত মেডিক্যাল পরীক্ষাও করান। এরপর তাঁদের হাতে রঙিন ফটোকপি করা নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে জানানো হয়, ডাকযোগে আসল নিয়োগপত্র পৌঁছে যাবে। প্রসেনজিৎ রায়ের অভিযোগ, সুজয় হাজরা দাবি করেছিলেন যে আশিক নবান্নে উচ্চপদে কর্মরত। পরে নিয়োগপত্রের জেরক্স কপি দেওয়ার পর ফের ১২ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও চাকরি না মেলায় টাকা ফেরত চাইলে তাঁদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানোর হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।ধৃত আশিক কাজী ইমামকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ মনে করছে, জিজ্ঞাসাবাদে প্রতারণা চক্র এবং আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে। তদন্ত চলছে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।